সমকাল

তারিখ 07 JAN 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

এসএসসি ফরম পূরণ

বর্ধিত ফি ফেরত না দিলে ম্যানেজিং কমিটি বাতিল

■ সমকাল প্রতিবেদক

রাজধানীর স্বনামধন্য ২০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সারাদেশে যেসব বিদ্যালয় এসএসসি ফরম পূরণ বাবদ বর্ধিত ফি নিয়েছে ২০ জানুয়ারির মধ্যে তা শিক্ষার্থীদের ফেরত দিতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। এই আদেশ বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলে নির্দিষ্ট সময়ের পর অতিরিক্ত ফি আদায়কারী সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং কমিটি বাতিল হিসেবে গণ্য হবে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা পরবর্তী তিন বছরের জন্য কোনো ম্যানেজিং কমিটি কিংবা গভর্নিং বডির নির্বাচনের জন্য যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন না।

বিচারপতি কাজী রেজা-উল হক ও বিচারপতি আবু তাহের মো. সাইফুর রহমান সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গতকাল মঙ্গলবার এ আদেশ দেন। এ সময় আদালতে ভিকারুন্নিসা নূন স্কুল ও আইডিয়াল স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন এমপি, উদয়ন স্কুলের সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, রাজউক স্কুল এবং রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলের সভাপতি শিক্ষা সচিব নজরুল ইসলাম খানসহ রাজধানীর ২০টি স্কুলের অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি উপস্থিত ছিলেন।

গত ১০ নভেম্বর একটি জাতীয় দৈনিকে 'আট গুণ বাড়তি ফি আদায়' শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশ হয়। ওই প্রতিবেদন আমলে নিয়ে হাইকোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রুলসহ আদেশ দেন। আদেশে আদায় করা অতিরিক্ত ফি ফেরত দেওয়ার জন্য বলা হয়েছিল। ওই আদেশ বাস্তবায়ন না হওয়ায় ১৪ ডিসেম্বর ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৭

বর্ধিত ফি ফেরত না দিলে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

রাজধানীর ২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতিকে হাইকোর্টে তলব করা হয়। আদেশ অনুসারে গতকাল সকালে তারা আদালতে উপস্থিত ছিলেন। পরে শুনানি শেষে তাদের ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এ ছাড়া এ বিষয়ে ১ ফেব্রুয়ারি ফের শুনানির দিন নির্ধারণ করা হয়েছে।

এদিকে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড থেকে অতিরিক্ত ফি নেওয়ার বিষয়ে একটি প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, তদন্ত কমিটি রাজধানীর ২৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বোর্ড নির্ধারিত ফির অতিরিক্ত ফি আদায় করছে বলে চিহ্নিত করেছে। হাইকোর্টের নির্দেশনা ছিল এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে কোনো অজুহাতেই এক হাজার ৪শ' টাকার বেশি (বিলম্ব ফি ছাড়া) অতিরিক্ত ফি আদায় করা যাবে না। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান এ আদেশ মেনে চললেও অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই এ আদেশ লঙ্ঘন করেছে। এ ক্ষেত্রে ফি আদায়ের শীর্ষে রয়েছে রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ওয়েস্টএন্ড হাইস্কুল, ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, দ্য চাইল্ড ল্যাবরেটরি স্কুল, ওয়াইডব্লিউসিএ ইত্যাদি।

আদালতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে শুনানিতে উপস্থিত ছিলেন ইউসুফ হাসেন হুমায়ুন, এএফএম মেসবাহউদ্দিন, শ. ম. রেজাউল করিম, আবদুর রজ্জাক খান প্রমুখ। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল বিশ্বজিৎ রায় ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের আইন উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান।

শুনানি : রাশেদ খান মেননের উদ্দেশে শুনানিতে আদালত বলেন, সরকারি আইন লঙ্ঘন করে এভাবে অতিরিক্ত ফি নেওয়া কি ঠিক? উত্তরে মনন বলেন, আমরা বোর্ডের নিয়মানুযায়ী ফি নিয়েছি। এ পর্যায়ে তার আইনজীবী শ. ম. রেজাউল করিম আদালতকে বলেন, স্কুলে নিয়মিত ক্লাসের বাইরে কোচিং ক্লাস নেওয়া হয়। এজন্য অতিরিক্ত অর্থ নেওয়ার বিষয়টি বোর্ডের সার্কুলারেই বলা আছে। তখন আদালত বলেন, সর্বোচ্চ ১২০০ টাকা নিতে পারবেন, তার বেশি না। কিন্তু হচ্ছে কি? আমাদের সময় কোচিং ক্লাস ছিল না। কেউ টেস্ট পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে শিক্ষকরা পাগলপ্রায় হয়ে পড়তেন, বাসায় গিয়ে পড়াতেন। জবাবে আইনজীবী বলেন, এটা ঠিক, এখনকার পরিস্থিতি ভিন্ন। তবে বোর্ড নোটিশ দেওয়ার পর অতিরিক্ত ফি ফেরত দেওয়া হয়েছে। আদালত বলেন, এটা শুধু ২০টি স্কুলের প্রেক্ষাপট। দেশের সব স্কুলের অবস্থা জানাতে আদেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু শুধু ঢাকা ও বরিশাল বোর্ড রিপোর্ট জমা দিয়েছে। এ পর্যায়ে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল বিশ্বজিৎ রায় বলেন, ঢাকা শহরের এমনও স্কুল আছে যেখানে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ১৮ হাজার টাকা নেওয়া হয়েছে। এটা পত্রিকায় আসেনি, অভিভাবকরা জানিয়েছেন। এরপর শিক্ষা সচিব এন আই খানকে উদ্দেশ করে আদালত বলেন, আইনে সব ক্ষমতা শিক্ষা বোর্ডকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আপনারা শিক্ষা বোর্ডকে পাশ কাটিয়ে মন্ত্রণালয় থেকে একের পর এক প্রজ্ঞাপন জারি করেছেন। এমন বহু নজির আছে। জবাবে সচিব বলেন, এ পদে এসেছি মাত্র তিন মাস, সুনির্দিষ্ট করে বললে ভালো হয়। জবাবে আদালত বলেন, মন্ত্রণালয় সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করেছে, তারা এ প্রজ্ঞাপন জারি করার কে? কাজটা তো বোর্ডের। জবাবে সচিব বলেন, সৃজনশীল বিষয়টি একটি রাষ্ট্রীয় নীতির বিষয়। এটি সরকারি সিদ্ধান্ত। এ পর্যায়ে আদালত বলেন, গ্রামাঞ্চলের বেশিরভাগ স্কুল বেশি ফি নিচ্ছে। সেখানকার অভিভাবকরা অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল। এভাবে ফি নিলে তাদের অসহনীয় হয়ে যাবে। সচিব বলেন, সব কিছু মন্ত্রণালয়ের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। জবাবে আদালত বলেন, স্কুলগুলোতে কোচিংয়ের নামে বাড়তি টাকা নেওয়া হচ্ছে। স্কুলে কোচিং করানো হলে বাইরে কোচিং সেন্টার কেন আছে? প্রতিউত্তরে সচিব বলেন, ব্রিটেন ও আমেরিকায়ও কোচিং সেন্টার আছে। আদালত বলেন, দেশের কমিউনিটি স্কুলগুলো বিশ্বের কততম অবস্থানে রয়েছে? জবাবে সচিব বলেন, এটা জানা নেই। তবে পৃথিবীর ১৯০ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান উপরের দিকে। এ পর্যায়ে আইনজীবী রেজাউল করিম বলেন, প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় এক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে চারজন ভিসি। জবাবে সচিব বলেন, চারজন ভিসিই হাইকোর্ট থেকে স্টে অর্ডার নিয়ে শিক্ষা বাণিজ্য চালাচ্ছেন। আদালত বলেন, ম্যানেজিং কমিটিতে থাকার ব্যাপারে এত আগ্রহ কিসের? সচিব বলেন, টাকা-পয়সা আছে, তাই...। এ পর্যায়ে আদালত বলেন, অনেক প্রতিষ্ঠান আদালতের নির্দেশ মানে না। মন্ত্রণালয় কী করছে? সচিব বলেন, প্রজ্ঞাপন জারি করেছি, তার পরও যদি না মানে, তাহলে কী করার আছে। আদালত বলেন, আদেশ না মানলে তার শাস্তি কী। সচিব বলেন, কোনো শাস্তি নেই। তখন আদালত এ বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট আইন করা দরকার বলেও মন্তব্য করেন। পরে আদালত ১ ফেব্রুয়ারি ফের শুনানির দিন নির্ধারণ করেন।